স্বয়ং সর্ব্বারাধ্যতত্ত্বা শ্রীমতী শ্রীশ্রীরাধা-
ঠাকুরাণীর পুজাপ্রতিপাদিত

শাস্ত্রীয় মতের খণ্ডন অসাধ্য

প্রতিবাদস্বরূপ সদ্‌যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা।

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।।
Vrindavan Das
Govind Kund, Vrindavan
Nityanand Baba Ashram

পণ্ডিত—শ্রীবৃন্দাবন দাস
রাধাকুণ্ড
(মথুরা)।

বঙ্গাব্দ ১৩৬৯, শ্রাবণ।

সুবর্ণ মুদ্রণী, নবদ্বীপ।

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ

শাস্ত্রীয় মতের খণ্ডন অসাধ্য

মৎসঙ্কলিত শ্রীরাগমার্গ প্রদীপ নামক প্রবন্ধে স্বয়ং ভগবতী সর্ব্বারাধ্যা শ্রীমতী রাধা ঠাকুরাণীর শ্রীচরণে তুলসী অর্পণাদি তদীয় স্বতন্ত্র পূজা স্থাপিত হইয়াছে, যাহা রাগানুগীয় ভজন মার্গের প্রদীপ স্বরূপ। পণ্ডিত শ্রীব্রজসুন্দর দাসজী হায়! হায়! ইত্যাদি বিজ্ঞাপনে আমার নিন্দা করিয়া স্বীয় কল্পিত মত রূপ অন্ধকার দ্বারা উক্ত প্রদীপকে আবরণ করিতে প্রচেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু প্রদীপের শাস্ত্রীয় মত রূপ তেজে তাদৃশ অন্ধকার স্বয়ংই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তিনি সাধুবেশ গ্রহণ করিয়া অসাধু সুলভ ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া আমি তাঁহার প্রতি তাদৃশী ভাষা ব্যবহার করিতে পারি না, কিন্তু ন্যায় সম্বলিত দুই চারিটী বাক্য প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছিনা। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে অধিকাংশ স্থলেই শ্রীরাধিকার শ্রীচরণে তুলসী অর্পণাদি তদীয় স্বতন্ত্র পূজা দেখা যায়। এই পূজা আধুনিকী নহে। ইহা বহুকাল হইতে পরম্পরারূপে চলিয়া আসিতেছে এবং ইহা পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্র বিহিত। শ্রুতি ও পঞ্চরাত্রাদি প্রমাণে শ্রীরাধা সর্ব্বারাধ্যা, বৃন্দারাধ্যা, তুলস্যধিষ্ঠাত্রী দেবী, রমাশেষগোপীমণ্ডলপূজিতা ও শ্রীকৃষ্ণের আরাধ্যাদিরূপে উক্ত হইয়াছেন। শ্রীপাদ রূপ গোস্বামিপ্রভুর পরমান্তরঙ্গ শিষ্য শ্রীপাদ জীব গোস্বামী শ্রীগুরুদেবের আদেশে মাধব মহোৎসব গ্রন্থে শ্রীবৃন্দা কর্ত্তৃক ও উমা প্রভৃতি দেবীগণ কর্ত্তৃক শ্রীরাধিকার স্বতন্ত্র পূজা দেখাইয়াছেন। শ্রীপাদ রূপের শিষ্য শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুও শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত

গ্রন্থে শ্রীরাধিকা চরণে তুলসী অর্পণ ও শ্রীবৃন্দাজী শ্রীরাধিকার দাস্য ভাব যুক্ত ইত্যাদি দেখাইয়াছেন। শ্রীপাদ কবিকর্ণপুর ও শ্রীপাদ দাস গোস্বামী অপ্রসাদি পুষ্পাদিদ্বারা শ্রীবৃন্দা কর্ত্তৃক শ্রীরাধার সেবা ও শ্রীবৃন্দাজীকে শ্রীরাধার পরিজনরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নারায়ণ ভট্টকৃত ব্রজোৎব চন্দ্রিকা ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ দাস গোস্বামীকৃত সাধন দীপিকা গ্রন্থে শ্রীরাধিকার চরণে তুলসী অর্পণাদি স্বতন্ত্র পূজাবিধি স্পষ্ট উল্লেখ আছে। এ সকলের প্রমাণ বাক্য "রাগমার্গ প্রদীপে" ধৃত আছে। এই পূজাবিধির যাজক এবং প্রচারক রাগমার্গীয় সিদ্ধ পুরুষগণ এবং সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ রাগ-মার্গীয় উচ্চস্তর সাধকগণ স্বীয় সম্প্রদায়ে সুখ্যাত অপ্রকটলীলা প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণ দাস সিদ্ধ বাবা (গোবর্দ্ধন মানসী গঙ্গাতট নিবাসী)। শ্রীসিদ্ধ বাবা স্বীয় পদ্ধতিতে শ্রীরাধিকার চরণে তুলসী অর্পণাদি তদীয় স্বতন্ত্র পূজাবিধি সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহার ভজন পদ্ধতি পরম্পরারূপে প্রচলিত ও সর্ব্বমান্য। ভাগবত পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ দাস পণ্ডিত বাবা, ভাগবত পরমহংস শ্রীমনোহর দাস পণ্ডিত বাবা, পরম বিদ্বান্ শ্রীরাধিকা নাথ গোস্বামী প্রভুপাদ, পরম বিদ্বান্ শ্রীনীলমণি গোস্বামী প্রভুপাদ, শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম, পরমবিদ্বান্ শ্রীকুঞ্জদাস বাবাজী মহারাজ ইত্যাদি অপ্রকট লীলাগত ব্রজমণ্ডলস্থ বিশিষ্ট মহাত্মাগণ ও প্রভুপাদ শ্রীপ্রাণ গোপাল গোস্বামী সিদ্ধান্ত রত্ন (নবদ্বীপ)। শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গোস্বামী প্রভু ষড়্ দর্শনাচার্য্য (কলিকাতা), পরমবিদ্বান্ শ্রীযুক্ত আনন্দ গোপাল গোস্বামী প্রভুপাদ (নবদ্বীপ), পরমবিদ্বান্ শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামী প্রভুপাদ (শান্তিপুর), পরমবিদ্বান্ শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ দাস গোস্বামী (রাধা-কান্ত মঠ পুরী), ইত্যাদি অপ্রকট লীলা প্রাপ্ত মহাত্মাগণ। সংপ্রতি প্রকট আছেন মদারাধ্য শ্রীপাদ বিনোদ বিহারী গোস্বামী পঞ্চতীর্থ ইত্যাদি শাস্ত্রে ও ভজনে সুনিপুণ বিশিষ্ট মহাত্মাগণ ও গৌড়মণ্ডল নিবাসী সমস্ত গোস্বামী গণের আচরণ ও শিষ্য পরম্পরা প্রচারে শ্রীমতীর চরণে তুলসী অর্পণাদি

পূজা দেখা যায়। শ্রীপাদ ধ্যানচন্দ্র গোস্বামী প্রভুও এই পূজার যাজক ছিলেন—অদ্যাবধি শ্রীরাধাকান্ত মঠে তদীয় সেবিত বিগ্রহে শ্রীরাধাকান্ত ও শ্রীরাধারাণীর শ্রীচরণে তুলসী অর্পিত হইতেছে ইহা পরম্পরারূপে চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং শ্রীধ্যান চন্দ্র গোস্বামী প্রভুও শ্রীরাধাচরণে তুলসী অর্পণাদি পূজা করিয়াছেন সংশয় নাই। তিনি স্বীয় পদ্ধতিতে শ্রীরাধার পূজা প্রসাদি দ্রব্যে করিতে হইবে এইরূপ লিখেন নাই। পূজার কথা তো দূরে, শ্রীপাদ গোপাল গুরু গোস্বামী পদ্ধতিতে "বিবিধভূষণৈঃ" ইত্যাদি শ্লোকে সেবা সম্বন্ধেও অপ্রসাদি দ্রব্যে শ্রীরাধিকার সেবা হয় দেখা যাইতেছে। উক্ত শ্লোকে গন্ধমাল্যাদি সমস্তই অপ্রসাদি ব্রজলোকানুসারিণী সেবায় যখন অপ্রসাদি দ্রব্য দেখা যায়, তবে পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রবিধ্যনুসারিণী পূজায় অপ্রসাদিদ্রব্য প্রয়োজ্য হয় সন্দেহ কি? "বৃন্দারাধ্যা" "তুলস্যধিষ্ঠাত্রী" এ দুই বিশেষণ থাকায় শ্রীমতীর চরণে তুলসী অর্পিত হইবেন এ নিমিত্ত শাস্ত্রান্তর বিধির প্রয়োজন নাই তথাপি পঞ্চরাত্রাদি বিধ্যনুসারিণী শ্রীমতীর চরণে তুলস্যর্পণাদি পূজা যে চিরন্তনী ইহা অবগত হইয়া শ্রীগোপাল গুর গোস্বামী ও ধ্যানচন্দ্র গোস্বামী প্রসাদি দ্রব্যে রাধিকার পূজা করিতে হইবে, এইরূপ লিখিবেন কেন? যে ব্যক্তির শাস্ত্র চক্ষু নাই কিম্বা তাদৃশ নিরপেক্ষ ভক্তের আনুগত্যে ভজন নাই অথবা শাস্ত্রাদি অনুশীলন থাকিলেও আস্তিকতা নাই সেই ব্যক্তি "সর্ব্বারাধ্যা বৃন্দারাধ্যা, তুলস্যধিষ্ঠাত্রী দেবী" ইত্যাদি শ্রুতি ও পঞ্চরাত্রাদি প্রমাণ প্রতিপাদিত শ্রীবৃন্দা প্রভৃতি সকলেরই যাহার 'চরণ' পূজার বিষয়, তাহা না মানিতে পারে এবং স্বতন্ত্র পূজা বিধি রচনা করিতে পারে। বৃন্দারাধ্যা প্রভৃতি বিশেষণকে খণ্ডন করিয়া কোন জ্ঞানবান্ ব্যক্তি বিপরীত অর্থ প্রকাশ করিতে পারেন না। বৃন্দারাধ্যা, তুলস্যধিষ্ঠাত্রী দেবী ইত্যাদি বিশেষণ ও পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রপ্রতিপাদিত পূজাবিধি দেখিয়াই শ্রীসিদ্ধ বাবা শ্রীরাধিকার পূজা বিধি প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার উপরে দোষা-

রোপণ করা হইয়াছে যে—উহা গোস্বামিমত বিরুদ্ধ।

ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব।
আর্ষবিজ্ঞবাক্যে নাই এই দোষ সব॥

এই প্রমাণে ভ্রমাদি দোষবর্জিত শ্রীসিদ্ধ বাবা প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাগণ গোস্বামি মত বুঝিতে পারেন নাই বা বুঝিয়া বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন, ইহা কে বিশ্বাস করিবে? শ্রীজীব পাদ যে স্বতন্ত্রপূজা দেখাইয়াছেন উহা কি গোস্বামি মত নহে? বৃন্দারাধ্যাদি শ্রুতিপ্রমাণকে অতিক্রম করিয়া গোস্বামীগণ কিছু লিখিতে পারেন কি! "সর্ব্বত্র প্রমাণ দিবে পুরাণ বচন" এই আদেশ পরিত্যাগ করিয়া ও শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি-পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা, ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কেবলম্॥ এবং যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য ইত্যাদি প্রমাণ না মানিয়া গোস্বামীগণ কোন স্বতন্ত্র মত পূজাবিষয়ে করিতে পারেন না। শ্রুতিস্মৃতি পুরাণাদি ইত্যাদি শ্লোক প্রমাণে শ্রীরূপ নিজের প্রকাশিত বৈধী এবং রাগানুগাভক্তিকে প্রমাণিত করিয়াছেন। টীকাকার শ্রীমুকুন্দ গোস্বামীপ্রভু বলেন—অশাস্ত্রীয়ত্বাৎ সা ভক্তির্বৈধীরাগানুগাপি নস্তি। অর্থাৎ যে ভক্তি শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ ও পঞ্চরাত্রাদিবিধি রহিত তাহা বৈধী কিম্বা রাগানুগা হইতে পারে না। শ্রুতি বলেন—শ্রীরাধিকা "বৃন্দারাধ্যা"। নারদ পঞ্চরাত্র বলেন—শ্রীরাধা "তুলসীর অধিষ্ঠাত্রী"। তাঁহার পূজাবিধানে ঐ পঞ্চরাত্র বলেন—

শুক্লপুষ্পৈঃ সদা পূজ্যা তুলসীপত্রসংযুক্তা।

"সংযুক্তৈঃ" না হইয়া "সংযুক্তা" যে হইয়াছে ইহা আর্ষ প্রয়োগ। শাস্ত্রে বহু আর্ষ প্রয়োগ দেখা যায় ইহা পণ্ডিতমাত্র জানেন। শ্রীরূপ বৃন্দারাধ্যাদি প্রমাণ বাক্যকে খণ্ডন করিয়া "শ্রীরাধিকার চরণে তুলসী দেওয়া নিষেধ" এইরূপ উল্লেখ করিতে পারেন কি! তিনি কোন্ কোন্ প্রমাণে বৃন্দারাধ্যাদি বিশেষণকে খণ্ডন করিয়া ও পঞ্চরাত্রোক্ত পূজাবিধান-কে রসাতলে দিয়া শ্রীরাধিকার অস্বতন্ত্র পূজাবিধান করিয়াছেন, শ্রীরূপের

সেই সকল খণ্ডন মণ্ডনাদি সংগ্রহ বাক্য দেখাইতে লজ্জা কেন? আরও স্পষ্ট করিয়া বলি—শ্রীরাধিকার স্বতন্ত্র পূজায় শ্রীরূপ কি দোষ দেখিলেন? তিনি যে দোষ দেখিলেন তাহা অবশ্য প্রমাণ দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকিবেন, নতুবা নূতন পূজাবিধানের অন্য কোন কারণ নাই। সাধারণ ভক্তের ন্যায় শ্রীরাধার পূজা করিতেই হইবে। এইরূপ যদি নূতন পূজাবিধান করিয়া থাকেন, তাহা কোন্ শ্রুতি বা পঞ্চরাত্রাদি প্রমাণে স্থাপিত হইয়াছে, তাহা সুব্যক্ত করা হইল না কেন? শ্রীরাধিকার চরণে তুলসী অর্পণের বিশেষহেতু শ্রীরাধিকা বৃন্দারাধ্যা ও তুলস্যধিষ্ঠাত্রী ইত্যাদি। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু ইহা পরিত্যাগ করিয়াছেন এইরূপ উক্তি নিতান্ত ভ্রান্ত ভিন্ন অন্য কেহ বলিতে পারে না বা বিশ্বাস করিতে পারে না। শ্রীরূপের নাম করিয়া তাঁহার অপকর্ষ করা হইতেছে। শ্রীরূপ শ্রীরাধিকাকে বৃন্দাবন চক্রবর্ত্তিনীরূপে তাঁহার মহিমা জগজ্জনের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন তিনি সাধারণ ভক্তের ন্যায় তাঁহার পূজাবিধান করিতে পারেন কি! যে বৃন্দা শ্রীরাধিকার আরাধিকা সেই তুলসীরূপা বৃন্দা নিজের আরাধ্যা দেবী শ্রীরাধিকার মস্তকে আরোহণ করিতে পারেন না। শ্রীরাধিকাবিগ্রহের মস্তকে তদীয় পরিচারিকা বা দাসী তুলসীকে চড়াইলে মর্য্যাদা অতিক্রমরূপ মহাপরাধের ফল অবশ্য ভোগিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ-চরণ স্পৃষ্টা হইলেও তুলসীরূপা দাসী স্বীয় স্বামিনীর মস্তকে আরোহণ করিতে পারেন না। শ্রুত্যাদি প্রমাণে শ্রীবৃন্দার আরাধ্যা ও তুলসীর অধিষ্ঠাত্রী শ্রীরাধাই অন্য কোন গোপী নহেন। কারণ স্বয়ং ভগবতী শ্রীবৃন্দাবন চক্রবর্ত্তিনীই শ্রীরাধা। শ্রীগোবিন্দলীলামৃত গ্রন্থেও শ্রীবৃন্দাটবী শ্রীরাধিকা চরণে তুলসী অর্পণ করিয়াছেন। মাধব মহোৎসবগ্রন্থে শ্রীবৃন্দা স্বয়ং শ্রীমতীর পূজা করিয়াছেন ইত্যাদি কারণে শ্রীসিদ্ধ বাবা শ্রীমতীর চরণে তুলসী অর্পণ ও তদীয় স্বতন্ত্র পূজার বিধান করিয়াছেন। ব্রজসুন্দর দাসজী বলেন—এই প্রকার রাধিকাচরণে তুলসী অর্পণাদি

তদীয় পূজায় শ্রীরাধাগোবিন্দের চরণ সেবা প্রাপ্তি ঘটে না। ইহা ধ্রুব সত্য। তাহা হইলে শ্রীসিদ্ধ বাবা প্রভৃতি তাদৃশ পূজাকারী কাহারও শ্রীরাধা গোবিন্দ সেবা প্রাপ্তি ঘটে নাই। এই প্রকার প্রলাপের শ্রোতা জগতে কয়জন পাওয়া যাইবে? তন্মতাবলম্বী ভিন্ন কোনও ভক্ত এতাদৃশ প্রলাপকে কর্ণে স্থান দিবেন বলিয়া মনে হয় না। তিনি আরও বলেন শ্রীরাধার অস্বতন্ত্র পূজাই সৎসম্প্রদায়ী সকলের মত। তাহা হইলে শ্রীজীব প্রভৃতি যে শ্রীমতীর স্বতন্ত্র পূজা দেখাইয়াছেন ও শ্রীসিদ্ধ বাবা প্রভৃতি তচ্চরণে তুলসী অর্পণাদি তদীয় পূজা করিয়াছেন। তাহা হইলে ইহারা সকলেই সৎসম্প্রদায়ী বিরুদ্ধ আচরণকারী অর্থাৎ অসৎসম্প্রদায়ী। হে হরিভক্তগণ! কলিরই ধন্যবাদ দেন। অহো! জীবদ্ভিঃ কিং ন শ্রূয়তে। সিদ্ধ বাবার মত যখন সৎসম্প্রদায়ের মত নহে, তবে তাঁহাকে প্রামাণিক রূপে দাঁড় করাইয়া তাঁহার গ্রন্থ হইতে গুরু পূজাদি অংশ গ্রহণ করা হইয়াছে কেন?

"নিন্দামিচ পিবামিচ" ইহা সাধুর ধর্ম নহে।

সিদ্ধ পুরুষগণের আচরণে দোষারোপণ করিয়া যথার্থ রাগমার্গ নাম দিয়ে যে পূজাপদ্ধতি করা হইয়াছে তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ চরণে তুলসী অর্পণের ব্যবস্থা আছে; ইহার নাম নাকি যথার্থ রাগমার্গ পূজা। এতাদৃশী পূজা বিজ্ঞব্যক্তিগণের উপহাসাস্পদ। কারণ কেবল বা যথার্থ রাগমার্গে শ্রীকৃষ্ণে কেবল পুত্রাদি বুদ্ধি ব্যতিরেকে ঈশ্বরবুদ্ধি উদয় হয় না। "মোর সখা মোর পুত্র" ইত্যাদি বহু প্রমাণ শাস্ত্রে বিদ্যমান। তুলসী অর্পণ ঈশ্বর বুদ্ধিতে করা হয় পুত্রাদি বুদ্ধিতে করা যায় না। সাধক দেহে শ্রীকৃষ্ণে ঈশ্বরবুদ্ধি না থাকিলে নরকপাত তাহাতে কেবল বা যথার্থ রাগমার্গ হয় কেমন করিয়া? এই প্রকার অপসিদ্ধান্ত সাধক জগতে প্রকাশ করিতে তিনি কুণ্ঠিত নহেন। তিনি যদি বলেন—বৈধী সম্বলিত রাগানুগীয়মার্গে বৈধী অংশেই তুলসী অর্পণাদি পূজা হয়, তাহা হইলে যথার্থ

রাগমার্গ পূজা বলিয়া অপসিদ্ধান্ত স্থাপন হইল কেন?

সাধকদেহে বৈধী সম্বলিত রাগানুগীয় পূজায় শ্রীকৃষ্ণ চরণে তুলসী অর্পণের যদি বিধান থাকে তাহা হইলে ঐ মতে শ্রীরাধিকার চরণে তুলসী দেওয়ার বিধান নাই এই প্রকার ভ্রান্ত মত প্রচার করা হইতেছে কেন? "তদর্দ্ধভাগো রাধা" একং ব্রহ্ম দ্বিধাভূৎ" "রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা" ইত্যাদি রাগমার্গ প্রদীপে উদ্ধৃত পদ্মপুরাণ কৃষ্ণ যামলাদি প্রমাণানুসারে এক অখণ্ড মূলতত্ত্বই শ্রীরাধাকৃষ্ণরূপে দুই ভাগে প্রকটীত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের স্বতন্ত্র পূজা করিতে হয়, শ্রীরাধারাণীর তাহা করিতে নাই এইরূপ যদি শ্রীরূপ গোস্বামীর নাম করিয়া লোকের নিকট বলা যায় তাহা হইলে অর্দ্ধকুক্কুটী ন্যায়ানুসারিণী শ্রীকৃষ্ণের পূজাকে প্রকাশ করা হইল না কি! মুখে বলিব শ্রীরাধিকা আমাদের শ্রীবৃন্দাবন চক্রবর্ত্তিনী ও পরমেশ্বরী। পূজা দ্বারা জানাইব—শ্রীরাধিকা আমাদের সাধারণ ভক্ত। তত্ত্ব দৃষ্টিতে পূজা হয়। ভাব ও লীলা দৃষ্টিতে সেবা হয়। শ্রীরূপ গোস্বামী যাহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে স্থাপন করিতেছেন তাহাকে সাধারণ ভক্তের ন্যায় সম্মান দিলে তাঁহার অবমাননা করা হয় না কি! শ্রুত্যাদি শাস্ত্রবৃন্দ শ্রীরাধিকাকে সাধারণ ভক্তের ন্যায় সম্মান দেন নাই কৃষ্ণের ন্যায় সম্মান দিয়াছেন! নির্মৎসর শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরাই বুঝিতে পারেন—শ্রীরাধিকা কি জাতীয় সম্মান পান। বৈধী সম্বলিত রাগানুগীয় ভজনে কৃষ্ণ সম্বন্ধ শাস্ত্রবিধির অপেক্ষা থাকে শ্রীরাধা সম্বন্ধে অপেক্ষা থাকিবে না কেন? কৃষ্ণ সম্বন্ধেই থাকিবে রাধা সম্বন্ধে শাস্ত্র বিধির অপেক্ষা থাকিবে না এই যদি ব্রজসুন্দর দাসজীর মত হয় তাহা হইলে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা প্রয়োজন যে—আমি শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করি, রাধিকার উপাসনা করিনা। তাহা হইলে বিবাদ নিরসন হইয়া যায়। রাধিকার উপাসনা করিতে হইলে তৎ সম্বন্ধে যেরূপ শাস্ত্রীয় পূজাবিধি আছে, তাহা অবলম্বন করিতেই হইবে। শাস্ত্রবিধিনৈব শাস্ত্রপ্রতিপাদিত যুক্ত্যৈবচ তৎপ্রদর্শনাৎ।

এই গদ্যে দুই "এব"কার থাকায় কল্পিত বিধি ও কল্পিত যুক্তির নিরসন হইয়াছে। ব্রজ সুন্দর দাসজীর কল্পিত মত সর্বথা প্রাণহীন। শ্রুত্যাদি প্রমাণরূপ প্রাণ তাহাতে নাই শ্রীরূপের নাম করিয়া কল্পিত মত স্থাপন করিতে চাহেন। লঘু ভাগবতামৃত ভক্তামৃত প্রকরণে উক্ত আছে—

ব্রজদেব্যো বরীয়স্ত ঈদৃশাতুদ্ধবাদপি। ২৯ শ্লোক হইতে ৬২ "আসামহো চরণেরেণু" ইত্যাদি শ্লোক পর্য্যন্ত সর্ব্বভক্ত হইতে ব্রজদেবী-গণের মহিমা অধিকরূপে দেখান হইয়াছে। ৪৩ শ্লোকে কথিত হইয়াছে

ইতি কৃষ্ণং নিষেব্যাগ্রে কৃষ্ণস্যোপাসকৈর্জনৈঃ।
সেব্যাঃ প্রসাদ পুষ্পাদ্যৈরবশ্যং ব্রজসুভ্রুবঃ।
তত্রাপি সর্বগোপীনাং রাধিকাতিবরীয়সী
সর্ব্বাধিক্যেন কথিতা যৎ পুরাণাগমাদিষু॥

এই পদ্যটী শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভুর স্বরচিত। ব্রজসুন্দর দাসজী এই পদ্যের বিকৃতার্থ বা অবাস্তবার্থ করিয়া স্বীয় কল্পিত মতের প্রমাণরূপে জগতে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার তাদৃশ কল্পিতার্থ পরে দেখাইব। এই পদ্যের প্রকৃতার্থ এই—যেহেতু শ্রেষ্ঠ ভক্ত উদ্ধবঅপেক্ষা শ্রীমতী ব্রজ দেবীগণের মহিমা অধিক অতএব শ্রীকৃষ্ণোপাসক ব্যক্তিগণ শ্রীকৃষ্ণের নিষেবণ (পরিচর্য্যা) করিয়া প্রসাদ ও পুষ্পাদিদ্বারা ব্রজদেবীগণের অবশ্য সেবা করিবেন। তাঁহাদের মধ্যে সর্বগোপী শ্রেষ্ঠাই শ্রীরাধিকা। পুরাণ ও আগমাদি শাস্ত্রে তিনি সর্বাধিক্যরূপে কথিতা হইয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈত বংশাবতংস মহামহোপাধ্যায় শ্রীমদনগোপাল প্রভুপাদ এইরূপ অনুবাদই করিয়াছেন। ব্রজসুন্দরদাস কর্ত্তৃক "ইতি কৃষ্ণং" ইত্যাদি শ্লোকের কল্পিতার্থ যথা—যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া তাঁহার প্রিয় জনের পূজা না করিলে গুরুতর অপরাধ হয় এই জন্য উপাসক প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া অবশ্যই তাঁহার প্রসাদ পুষ্পাদিদ্বারা শ্রীরাধিকা প্রভৃতি ব্রজদেবী-গণের পূজা করিবে ইত্যাদি। পূর্ব্বশ্লোকে শ্রীউদ্ধব যাঁহাদের চরণরেণু

প্রার্থনা করেন ইত্যাদি কারণে পূর্ব পূর্ব শ্লোকে উদ্ধব অপেক্ষা শ্রীব্রজদেবী-গণেরমহিমা অধিকরূপে থাকা হেতু "ইহাই ইতি শব্দার্থঃ। পূর্বশ্লোকে অপরাধের কথা উল্লেখ নাই অথচ ইতি শব্দে তাহা পরামর্শ করা হইয়াছে। "নিষেবণ" শব্দে সেবা (পরিচর্য্যা) অর্থ বুঝায় পূজার্থ নহে। "নিষেবে তব পাদ পল্লবম্" পুন্যতীর্থনিষেবণাৎ" ইত্যাদি টীকা ও শব্দ কল্পদ্রুম দ্রষ্টব্য। সর্ব্বত্রই নিষেবণ শব্দে কেবল "সেবা" অর্থ বুঝায়। শব্দ কল্প-দ্রুমে—সেবাপর্যায়—পরিচর্য্যা ও উপভোগাদি। কিন্তু অর্চ্চন বা পূজন নহে। পূজন বা অর্চ্চনের লক্ষণ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক উপাচার সমর্পণ। রাগানুগীয় পূজনে শুদ্ধি ন্যাসাদির অকর্ত্তব্য। সেবা কিন্তু পরিচর্য্যাদি পর্য্যায় (ভক্তি সন্দর্ভ)। সেবার লক্ষণে সর্ব্বভক্তি অর্থ করা হয় নাই। "ভজ ইত্যেষ বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ"। এই প্রমাণে ভক্তি শব্দের যৌগিকার্থ সেবা, রূঢ্যর্থ নহে। "ভক্তিরস্য ভজনম্" এই প্রমাণে ভক্তি শব্দের শ্রবণাদি ভজনাঙ্গ রূঢ়ি বা মুখ্যার্থ, কেবল সেবাঙ্গ ভজন নহে। "শ্রবণাদি ক্রিয়া তারস্বরূপ লক্ষণ" (চৈঃ চ) কেবল সেবা নহে। শ্রবণাদি প্রত্যেক ভক্তির পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ করা হইয়াছে (ভক্তি সন্দর্ভ)। হরি ভক্তি বিলাসে পূজা প্রকরণে পূজয়েৎ, যজেৎ, বা অর্চ্চয়েৎ প্রয়োগ দেখা যায়; কিন্তু সেবেত প্রয়োগ দেখা যায় না। যে স্থলে সেবা শব্দে পরিচর্যার্থের অসঙ্গতি ঘটে সে স্থলে যৌগিকার্থ করা যায়। কোন্ কোন্ স্থলে সেবার উপলক্ষণে অন্যান্য ভজনাঙ্গও গ্রহণ করা হয়। লক্ষণাক্রান্ত সেবাশব্দে "ইতি কৃষ্ণং" ইত্যাদি শ্লোকে কি অসঙ্গত ঘটিতেছে? যে কারণে পূজা অর্থ করা হইবে। এস্থলে পূজার্থ করিতে হইলে শ্রাস্ত্রান্তর প্রমাণ দিতে হইবে। প্রসাদি পুষ্পাদিদ্বারা শ্রীরাধিকার পূজাবিধি শ্রীহরিভক্তি বিলাস প্রভৃতি স্মৃতি ও শ্রুত্যাদি শাস্ত্র হইতে দেখাইতে হইবে। লঘু ভাগবতামৃতে রাধা পূজাবিধি প্রকরণ নাই-উহা ভক্তামৃত প্রকরেণ। শ্রীরূপের যদি পূজা বিধানে অভিপ্রায় থাকিত "নিষেব্য ও

সেব্যাঃ” স্থানে অবশ্য পূজা কিম্বা অর্চ্চন উল্লেখ করিতেন। টীকাকারও শ্রীরূপের অভিপ্রায়ানুসারে পূজার্থ উল্লেখ করিতেন। সর্ব্বজ্ঞ টীকাকার ও শ্রীসিদ্ধ বাবাদি শ্রীরূপের পূজার্থ বুঝিতে পারিলেন না। ভ্রমাদি দোষযুক্ত আধুনিক সাধক তাহা বুঝিয়াছেন ইহা কোন্ বিজ্ঞ বিশ্বাস করিবেন ? ব্রজ সুন্দর দাসজী বলেন—“অপূজ্য ভোজনং কুর্বন্ নরকাণি ব্রজেন্নরঃ” এই প্রমাণে পূজা না করিয়া ভোজন করিলে নরক হয়, কিন্তু সেবা না করিলে নরক হয় না সুতরাং “ইতি কৃষ্ণং” শ্লোকে পূজা বিধান করা হইয়াছে। এ স্থলে প্রশ্ন—পূজা না করিয়া ভোজন করে কে ? বৈষ্ণব না অবৈষ্ণব ? “নরকাণি ব্রজেন্নরঃ” নর শব্দে কি বৈষ্ণব বুঝায় ?

বৈষ্ণব লক্ষণে— গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ। ইত্যাদি প্রমাণে বিষ্ণুমন্ত্রগ্রহণকারীও বিষ্ণুপূজাপরায়ণ হইলে বৈষ্ণব আখ্যা ধারণ করেন। বিষ্ণুপূজা বলিতে কেবল বিষ্ণুর পূজা বুঝায় না আবরণের সহিত বিষ্ণুপূজা ও তদন্তে বৈষ্ণব প্রভৃতির পূজন হইলে তাহাকে বিষ্ণুপূজা বলে কারণ তদীয় পূজা ও তদধিষ্ঠান পূজা তদন্তর্গত (ভক্তি সন্দর্ভ)।

এই প্রকার বিষ্ণুপূজনকারীকে বৈষ্ণব বলা যায়, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্র শাসন অনাবশ্যক। কারণ তাঁহার স্বাভাবিক ধর্মই বিষ্ণুপূজা। তিনি বিষ্ণুপূজা না করিয়া কদাচ ভোজন করেন না। যে ব্যক্তি বিষ্ণুপূজা রহিত এবম্ভুত অবৈষ্ণব সম্বন্ধেই শাস্ত্র শাসন বাক্য—

একাকালং দ্বিকালম্বা ত্রিকালং পূজয়েদ্ধরিম্।
অপূজ্য ভোজনং কুর্বন্ নরকাণি গচ্ছেন্নরঃ।

শাস্ত্র নর বলিয়াছেন কিন্তু বৈষ্ণব বলেন নাই কারণ পূজা না করিয়া বৈষ্ণব ভোজন করেন না। বৈষ্ণবগণ শ্রীভগবৎ সেবা (পরিচর্য্যা) করিতে পরম অভিলাষ প্রকাশ করিয়া থাকেন ইহা ভক্তমাত্রেরই জানা বিষয়, প্রমাণ অনাবশ্যক। হরিভক্তি বিলাসকারও একান্তী ভক্তগণের

ইচ্ছা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন ভাবেন কেনচিৎ প্রেষ্ঠশ্রীমূর্ত্তেরঙ্ঘ্রি সেবনে। স্যাদিচ্ছেষাং ·······। ইত্যাদি প্রকারে ভগবৎ সেবাকাঙ্ক্ষী বৈষ্ণবদের সম্বন্ধে ভগবৎ সেবা সিদ্ধির জন্য ভগবৎ প্রিয়গণের সেবা (পরিচর্য্যা) কর্ত্তব্য এই প্রকার উপদেশ করিয়াছেন। স্বাভিপ্রেতার্থ প্রথমে নিজ রচিত শ্লোকে উল্লেখ করিয়াছেন—

মার্কণ্ডেয়ঃ····· নারদাদ্যাশ্চ বৈষ্ণবৈঃ,

সেব্যা হরিং নিষেব্যামী নোচেদাগঃ পরং ভবেৎ।

অর্থাৎ হরির নিষেবণ করিয়া মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি বৈষ্ণবগণের সেবা করিতে হয় অন্যথা পরম অপরাধ ঘটে। এই স্বরচিত শ্লোকে পরিচর্য্যার্থ নিষেবণ ও সেবা শব্দ দিয়াছেন এই শ্লোকে বৈষ্ণবৈঃ সেব্যাঃ ইহা উল্লেখ আছে কিন্তু নরৈঃ সেব্যাঃ এইরূপ উল্লেখ নাই। ব্রজ সুন্দর দাসজী বলেন পূজা না করিলে পাপ হয় কিন্তু সেবা না করিলে পাপ হয় না। ইহার উত্তর এই যে—ব্রজসুন্দর দাসজীর মতে ভক্ত সেবা না করিলে পুন্য হয়। এই কারণেই তিনি সেবা শব্দ পাইলেই লক্ষণাক্রান্ত পরিচর্য্যার্থ খণ্ডন করিয়া পূজার্থই স্থাপন করেন। "না করি বৈষ্ণব সেবা নিস্তার পেয়েছে কেবা?" "মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তেঃ" ইত্যাদি স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। শ্রীরূপ স্বয়ংই উল্লেখ করিতেছেন—"নো চেদাগঃ পরং ভর্বেৎ"। অর্থাৎ পরম বৈষ্ণবগণের সেবা না করিলে পরম অপরাধ ঘটে। মহাভাগবত সেবা পরিচর্য্যারূপা ও প্রসঙ্গরূপা ভেদে দুই প্রকার ভক্তি সন্দর্ভে নিরূপিত হইয়াছে। এ দুই প্রকার ভিন্ন মহাভাগবত সেবা শব্দে মহাভাগবত পূজারূপাদি অর্থ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ভক্তি শব্দের যৌগিকার্থবশতঃ কোন কোন স্থলে হরিসেবা শব্দে হরিভক্তি অর্থ করা হইয়াছে। কিন্তু বৈষ্ণব সেবা মহৎ সেবা ইত্যাদি সেবা শব্দে পরিচর্য্যাদি পর্যায় অর্থ ভিন্ন পূজাদি অর্থ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। শ্রীহরি সম্বন্ধে যে সকল ভক্ত্যঙ্গ শাস্ত্রে দেখা যায়, তাহাদের অধিকাংশই হরি

ভক্তের ভক্ত্যঙ্গরূপে অর্থাৎ ভক্তশ্রবণ, ভক্তকীর্ত্তন, ভক্তস্মরণ ভক্তপূজা ও ভক্তসেবাদিরূপে দৃষ্ট হয়। কেবল ভক্তপূজা বিহিত আছে তৎ সেবাদি বিহিত নাই তদ্ অকরণে প্রত্যবায় হয় না ইহা বলা চলে না। ভক্তের কৃপায় জীব ভক্তি পায় তৎ সেবার অভাবে অকৃতজ্ঞতা দোষে হরিভক্তি অদর্শন হইয়া যান। বৈষ্ণব সেবার অভাবে বহির্মুখতাদোষ বিদ্যমান থাকে—

এতেকে বৈষ্ণব সেবা পরম উপায়।
সর্ব্বথা মিলয়ে কৃষ্ণ বৈষ্ণব সেবায়॥
যথা কৃষ্ণার্পিতপ্রাণস্তৎপুরুষনিষেবয়া।

তৎপুরুষ নিষেবণ অভাবে কৃষ্ণে প্রাণ অর্পণ করিলেও তাহা সিদ্ধ হয় না সুতরাং সমূলে পাপও নষ্ট হয় না।

হরিভক্তগণের কর্ত্তব্যরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ—

প্রভু কহে কৃষ্ণ সেবা বৈষ্ণব সেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণ নাম সংকীর্ত্তন॥

ভক্তির মুখ্য পঞ্চাঙ্গ মধ্যে শ্রীমূর্ত্তিসেবা এক মুখ্যাঙ্গ পূজা মুখ্যাঙ্গ নহে। হরিভক্ত মাত্রকে হরিদাস বলে "অহো অনন্তদাসানাং" ইত্যাদি। দাসের মুখ্য কর্ত্তব্যই প্রভুর সেবা। ঐ সেবা সিদ্ধির জন্যই তদীয় দাসগণের সেবা করিতে হয়। অন্যথা হরিভক্ত যথার্থ ভক্ত পদবাচ্য হইতে পারিবেন না, শ্রীভগবান্ বলেন হে পার্থ! আমার যাঁহারা ভক্ত (ভজনকারী) তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে আমার ভক্ত নহে, আমার ভক্তগণের যাঁহারা ভক্ত তাঁহারাই আমার ভক্ত। ইত্যাদি প্রমাণে ভক্তবিষয়ক সেবা পূজাদি যাবতীয় ভক্তি না থাকিলে যথার্থ ভগবৎ কৃপাপাত্র বা ভক্ত হওয়া যায় না ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। বিশেষতঃ সেবাকে লক্ষ্য করিয়াই স্বয়ং শ্লোক রচনা করিয়াছেন। সাধারণ ভক্তসেবা বিধানদ্বারা পরম সেব্যা শ্রীমতী ব্রজদেবীগণের সেবাবিধান উপসংহারে করিয়াছেন।

আবরণ পূজায় শ্রীমতী রাধা প্রভৃতি ব্রজদেবীগণেরও পূজাবিধান শ্রীহরিভক্তি বিলাসে দেখা যায় কিন্তু সেবাবিধান দেখা যায় না। এই কারণে "ইতি কৃষ্ণং নিষেব্য" ইত্যাদি শ্লোক রচনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পরমতম প্রেমপাত্রী শ্রীমতী ব্রজ দেবীগণের সেবা অবশ্য করণীয়রূপে শ্রীকৃষ্ণোপসকদিগকে উপদেশ করিয়াছেন। তিনি যদি পূজা বিধান করিতেন তাহা হইলে পূজার্থ প্রতি পাদক ক্রিয়াপদ প্রয়োগ করিতেন এবং মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক কিরূপ উপচার সমর্পণ করিতে হয় তাদৃশ প্রয়োগ দেখাইতেন। গ্রন্থকার যদি প্রয়োগ না দেখইতেন টীকাকার অবশ্য তাহা দেখাইতেন। অর্হ, পূজ, অর্চ্চ প্রভৃতি কোন না কোন এক পূজার্থ ধাতুর বিধি প্রয়োগ গ্রন্থকার অবশ্য করিতেন। ঐশ্লোক কোন পুরাণের নহে, স্বয়ং গ্রন্থকারের। তিনি স্বাভীষ্ট অর্থকে আচ্ছাদন করিয়া অন্য প্রকার প্রয়োগ করিতেন কেন? যদি শ্রীরূপের পরমমাভিপ্রেতার্থ শ্রীরাধার অস্বতন্ত্র পূজা, তবে টীকাকার প্রকাশ করিলেন না কেন? তিনি কি অজ্ঞ ছিলেন? শ্রীনারায়ণ ভট্ট, শ্রীরাধা কৃষ্ণ দাস গোস্বামী ও সিদ্ধ বাবা প্রভৃতি মহামনীষীবৃন্দ ইঁহাদের মধ্যে কেহও প্রকরণবশতঃ শ্রীরাধার অস্বতন্ত্র পূজার্থ হইবে ইহা বুঝিতে পারেন নাই, একমাত্র ব্রজ সুন্দর দাসজী তাহা বুঝিয়াছেন, ইহা ভ্রান্ত ভিন্ন কে বিশ্বাস করিবেন? একমাত্র ব্রজরসানুরাগী শ্রীনারায়ণ ভট্ট ব্রজোৎসব চন্দ্রিকাগ্রন্থে, শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা পরিপাটী বিস্তারকারী শ্রীরাধাকৃষ্ণ দাস গোস্বামী সাধন দীপিকাগ্রন্থে ও রাগানুগীয় ভজনসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণদাস সিদ্ধ বাবা স্বীয় পদ্ধতিগ্রন্থে শ্রীরাধার স্বতন্ত্র পূজাবিধি প্রকাশ করিয়া শ্রীরূপের আদেশকে অতিক্রম করিয়াছেন কি? গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে কোন্ সিদ্ধ বা সাধক ছিলেন? যিনি শ্রীরূপের আদেশকে লঙ্ঘন করিতে পারেন। শ্রীহরি ভক্তিবিলাসে আবরণ পূজায় শ্রীরাধিকা প্রভৃতি ব্রজ দেবীগণের স্বতন্ত্র পূজাবিধি অর্থাৎ অপ্রসাদি দ্রব্যে পূজা সুস্পষ্ট বিহিত আছে।

শ্রীপাদ গোপাল ভট্ট গোস্বামী ও শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী এই পূজা বিধি অনুষ্ঠান করেন নাই ইহা বলা চলে না।

একান্তিভিস্তু রাধাদ্যা যথাধ্যানং প্রভোঃ প্রিয়াঃ।
প্রথমাবরণে পূজ্যাঃ কালে কৃষ্ণান্তিকং গতাঃ।

অর্থ—একান্তী ভক্তগণ (শুদ্ধ ভক্তগণ) প্রথমাবরণে শ্রীরাধিকাদি প্রভুর প্রিয়াদিগকে পূর্বকথিত ধ্যানানুসারে অর্চ্চনা করিবেন। ইঁহারা লজ্জাবশতঃ দূরে অবস্থান করিলেও পূজা কালে সন্নিহিত থাকেন। (অতএব প্রথমাবণে পূজ্যাঃ টীকা)। সকাম ভক্তদের সম্বন্ধে শ্রীরাধা প্রভৃতি গোপীগণের পূজা চতুর্থাবরণে বিহিত কিন্তু একান্তী বা শুদ্ধ ভক্তদের সম্বন্ধে প্রথমাবরণে ঐ পূজা বিহিত আছে। ইহা টীকাকার উল্লেখ করিয়াছেন মূলেও আছে। আবরণ দেবতা পূজা অপ্রসাদি দ্রব্যে বিহিত আছে (ঐ ৭ বিঃ)।

তাশ্চ প্রত্যেকমাবাহ্য স্নানাদি পরিকল্প্য চ।
পূজয়েদ্ গন্ধপুষ্পাভ্যাং যথাস্থানং যথাক্রমম্॥

ব্রজসুন্দর দাসজী (ঐ ৮ বিঃ) অয়ং পূজাবিধিঃ” ইত্যাদি শ্লোক প্রমাণে “তাশ্চ ইত্যাদি পূজাবিধিকে সকামভক্তের অনুষ্ঠেয় বলিয়া বলেন। কিন্তু আবাহনকে বাদ দিয়া অন্যান্য উপচার শুদ্ধ ভক্ত সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইবে না কেন? গ্রন্থকর্ত্তা স্বয়ং উল্লেখ করিয়াছেন—ভক্তিনিষ্ঠ জনগণ ন্যাসাদি ব্যতীত ভক্ত্যঙ্গ পূজা অনুষ্ঠান করেন—

অঙ্গং ভক্তেস্তু তন্নিষ্ঠৈর্ন্যাসাদীনন্তরেষ্যতে।

আদি শব্দে আবাহন ও কতিপয় মুদ্রা গৃহীত হইয়াছে। রাগবর্ত্ম চন্দ্রিকায় উক্ত আছে—তানি চার্চ্চনভক্তাবহংগ্রহোপসনা-মুদ্রা-ন্যাস-দ্বারকা-ধ্যান-রুক্মিণ্যাদিপূজাদীন্যাগমশাস্ত্রবিহিতান্যপি নৈব কার্য্যাণি। অর্থ—অর্চ্চনাঙ্গ ভক্তিতে অহংগ্রহোপাসনা, মুদ্রা, ন্যাস, দ্বারকাধ্যান ও রুক্মিণী

পূজা প্রভৃতি আগমশাস্ত্র বিহিত হইলেও, রাগানুগায় অর্চ্চনমার্গে তাহা অকর্ত্তব্য এইরূপ উক্ত হইয়াছে, কিন্তু রাধিকাধ্যান ও অপ্রস্যাদি গন্ধ পুষ্পাদিদ্বারা তাঁহার পূজাদি ত্যাগ করিতে হরিভক্তি বিলাসাদি গ্রন্থেও উক্ত হয় নাই। হরিভক্তি বিলাসের টীকাকার বলেন—ভক্তিপরৈঃ সাক্ষাদ্‌-ভগবদ্বুদ্ধ্যা শ্রীমূর্ত্ত্যাদিপূজনে ন্যাসাদ্যযোগাদিত্যেষা দিক্‌। অর্থাৎ ভক্তি-পরায়ণ ব্যক্তিগণ সাক্ষাৎ ভগবদ্‌ বুদ্ধিতে শ্রীমূর্ত্ত্যাদির পূজা করেন বলিয়াই তাদৃশ পূজনে ন্যাসাদির যোগ নাই এই কারণে ন্যাস, আবাহন ও মুদ্রাদি তাদৃশ পূজনে অকরণীয় কিন্তু গন্ধপুষ্পাদি সমগ্র উপচার ও তৎপ্রয়োগ-বিধি ইত্যাদি বাদ দিতে টীকাকার উল্লেখ করেন নাই। শাস্ত্র বিহিত পূজা বিধি বাদ দিলে শ্রীমূর্ত্তির পূজা কি বিধিতে হয় তাহা আমারা জানি না। ভগবদচর্চ্চন যদি মন্ত্রসিদ্ধির প্রয়োজন বশতঃ জপের অঙ্গ হয় তাহা হইলে ন্যাসাদির প্রয়োজ্য আছে। যদি ঐ অর্চ্চন ভক্ত্যঙ্গরূপে অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে ন্যাসাদির প্রযোজ্য নাই, ইহাই হরিভক্তিবিলাসোক্ত পূজাবিধি টীকাসম্মতার্থ। যেমন অন্যাভিলাষাদিযোগে শ্রীকৃষ্ণানুশীলন উত্তম হয় না কিন্তু অন্যাভিলাষাদির অযোগে উত্তম হয়। সেই প্রকার ন্যাসদির যোগে পূজাবিধি উত্তম হয় না কিন্তু ন্যাসাদির অযোগে উত্তম হয় ইহাই বুঝিতে হইবে। অতএব আবাহনকে বাদ দিয়া প্রথমাবরণে শ্রীমতী রাধিকা প্রভৃতি ব্রজদেবীগণের পূজা অপসাদি গন্ধ পুষ্পাদিদ্বারা শুদ্ধ ভক্তের অনুষ্ঠেয়, ইহা গ্রন্থকার ও টীকাকাররের বিচার পদ্ধতি হইতে আমরা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। উভয়ের বিচার রীতিও সংক্ষেপে দেখান হইল। শ্রীপাদ গোপাল ভট ও শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী মতে অপ্রসাদিদ্রব্যে শ্রীরাধিকার পূজা বিহিত ইহা দেখান হইল। শ্রীপাদ জীব গোস্বামিমতে শ্রীমতীর তাদৃশ পূজা মাধবমহোৎসব হইতে উদ্ধৃত করিয়া রাগমার্গ প্রদীপে উল্লেখ আছে। শ্রীকৃষ্ণ দাস কবিরাজ গোস্বামী মতেও শ্রীমতী চরণে তুলসী অর্পণ দেখান হইয়াছে। গোস্বামি মতে

পূজা প্রভৃতি আগমশাস্ত্র বিহিত হইলেও, রাগানুগায় অর্চ্চনমার্গে তাহা অকর্ত্তব্য এইরূপ উক্ত হইয়াছে, কিন্তু রাধিকাধ্যান ও অপ্রসাদি গন্ধ পুষ্পাদিদ্বারা তাঁহার পূজাদি ত্যাগ করিতে হরিভক্তি বিলাসাদি গ্রন্থেও উক্ত হয় নাই। হরিভক্তি বিলাসের টীকাকার বলেন —ভক্তিপরৈঃ সাক্ষাদ্-ভগবদ্বুদ্ধ্যা শ্রীমূর্ত্ত্যাদিপূজনে ন্যাসাদ্যযোগাদিত্যেষা দিক্। অর্থাৎ ভক্তি-পরায়ণ ব্যক্তিগণ সাক্ষাৎ ভগবদ্ বুদ্ধিতে শ্রীমূর্ত্ত্যাদির পূজা করেন বলিয়াই তাদৃশ পূজনে ন্যাসাদির যোগ নাই এই কারণে ন্যাস, আবাহন ও মুদ্রাদি তাদৃশ পূজনে অকরণীয় কিন্তু গন্ধপুষ্পাদি সমগ্র উপচার ও তৎপ্রয়োগ-বিধি ইত্যাদি বাদ দিতে টীকাকার উল্লেখ করেন নাই। শাস্ত্র বিহিত পূজা বিধি বাদ দিলে শ্রীমূর্ত্তির পূজা কি বিধিতে হয় তাহা আমারা জানি না। ভগবদচর্চ্চন যদি মন্ত্রসিদ্ধির প্রয়োজন বশতঃ জপের অঙ্গ হয় তাহা হইলে ন্যাসাদির প্রয়োজ্য আছে। যদি ঐ অর্চ্চন ভক্ত্যঙ্গরূপে অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে ন্যাসাদির প্রযোজ্য নাই, ইহাই হরিভক্তিবিলাসোক্ত পূজাবিধি টীকাসম্মতার্থ। যেমন অন্যাভিলাষাদিযোগে শ্রীকৃষ্ণানুশীলন উত্তম হয় না কিন্তু অন্যাভিলাষাদির অযোগে উত্তম হয়। সেই প্রকার ন্যাসদির যোগে পূজাবিধি উত্তম হয় না কিন্তু ন্যাসাদির অযোগে উত্তম হয় ইহাই বুঝিতে হইবে। অতএব আবাহনকে বাদ দিয়া প্রথমাবরণে শ্রীমতী রাধিকা প্রভৃতি ব্রজদেবীগণের পূজা অপসাদি গন্ধ পুষ্পাদিদ্বারা শুদ্ধ ভক্তের অনুষ্ঠেয়, ইহা গ্রন্থকার ও টীকাকারদ্বয়ের বিচার পদ্ধতি হইতে আমরা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। উভয়ের বিচার রীতিও সংক্ষেপে দেখান হইল। শ্রীপাদ গোপাল ভট ও শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী মতে অপ্রসাদিদ্রব্যে শ্রীরাধিকার পূজা বিহিত ইহা দেখান হইল। শ্রীপাদ জীব গোস্বামিমতে শ্রীমতীর তাদৃশ পূজা মাধবমহোৎসব হইতে উদ্ধৃত করিয়া রাগমার্গ প্রদীপে উল্লেখ আছে। শ্রীকৃষ্ণ দাস কবিরাজ গোস্বামী মতেও শ্রীমতী চরণে তুলসী অর্পণ দেখান হইয়াছে। গোস্বামি মতে

শ্রীরাধিকার অপ্রসাদিদ্রব্যে পূজা নাই বলিয়া ব্রজ সুন্দর দাসজী বলেন, তাঁহার বাক্যে সত্যতা কতদূর আছে পণ্ডিত মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। শ্রীরাধিকা স্বতন্ত্র পুজার বিষয় হইতে পারেন কি না, তিনি তুলসীর আরাধ্যা কি না এবং তাঁহার স্বতন্ত্র পূজা শাস্ত্রে দেখা যায় কি না ইত্যাদি প্রকারে বিচার করিতে হয়। এইরূপ বিচারকে পণ্ডিত বিচার বলে; ইহা করা হইবে না, কিন্তু শ্রীরূপ গোস্বামীর নাম করিয়া শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ ও শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রাদির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া শ্রীসিদ্ধ বাবার মতের উপরে দোষারোপণ করিয়া এক কল্পিতমত স্থাপনের জন্য পরম আগ্রহ কেন? যথার্থ রাগমার্গে শ্রীকৃষ্ণের চরণ তুলসী শ্রীরাধিকার মস্তকে দিতে হয় এইরূপ ব্যবস্থা দেখা যায়। যথার্থ রাগমার্গে শ্রীকৃষ্ণ চরণে তুলসী অর্পণ করা হয় ইহা এক অভিনব শ্রবণ। যথার্থ রাগমার্গ সাধক দেহের কৃত্য নহে, উহা সিদ্ধ দেহের কৃত্য। ব্রজ দেবীগণের শ্রীকৃষ্ণে ঈশ্বর বুদ্ধি না থাকায় তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে পারেন না সুতরাং পূজা কিরূপ করিতে পারেন? শ্রীরূপের আনুগত্যে গোপী-ভজন দেখাইবার জন্য নাকি যথার্থ রাগমার্গ পুজন দেখান হইয়াছে। শ্রীরূপ কোন্ গ্রন্থে সাধকদেহে এই অসম্ভব ভজন (যথার্থ রাগমার্গ) অনুষ্ঠেয়রূপে উল্লেখ করিয়াছেন তাহা আমরা আজ পর্য্যন্ত দেখি নাই বা শুনি নাই। যাহা হউক শ্রীরাধিকার কোন্ কোন্ সখী ও মঞ্জরী শ্রীকৃষ্ণে ঐশ্বর্য্য জ্ঞান উদয় হওয়ায় তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র গ্রহণ পুর্ব্বক ঈশ্বর বুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণের চরণে তুলসী অর্পণাদি তদীয় পুজা করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ চরণে অর্পিত তুলসী শ্রীরাধিকার মস্তকে চড়াইয়াছেন তাহা কোন্ শাস্ত্রে শ্রীরূপ লিখিয়াছেন তাহা উল্লেখ করিয়া যথার্থ রাগমার্গ পুজনকে প্রমাণিত করা প্রয়োজন। নতুবা

পুজনের আদর থাকিবে না। কারণ যথার্থ বা কেবল রাগমার্গে শ্রীকৃষ্ণ চরণে তুলসী অর্পণ করা হয় এবং অর্পিত তুলসীরূপা দাসীকে স্বামিনী

শ্রীরাধিকার মস্তকে কিম্বা গায়ে চড়ান হয় এইরূপ যথার্থ রাগমার্গীয় ব্যবস্থা কল্পিত মতে পরিণত হইবে। শাস্ত্র প্রমাণ শূন্য মতকে কল্পিত মত বলে। কোন্ শাস্ত্রে যথার্থ বা কেবল রাগমার্গে শ্রীরাধা কৃষ্ণের পুজা এই প্রকার আছে সেই শাস্ত্রের নাম সপ্রমাণে উল্লেখ করা উচিত।

পুর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগণ সর্ব্বদাই সেবা প্রার্থনা করিয়া থাকেন এবং সাধক ও সিদ্ধ দেহে কায়িকী ও মানসী সেবা (পরিচর্য্যা) অনুষ্ঠানও করেন। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু ব্রজজাতীয় বিশুদ্ধ সেবাসুখ আস্বাদন মাদৃশ জীবকে করাইবার জন্য "সেবা সাধক-রূপেণ" ইত্যাদি শ্লোকে রাগানুগীয় সেবার পরিপাটী করণীয়রূপে উপদেশ করিয়াছেন। রাগবর্ত্ম চন্দ্রিকায় ঐ শ্লোক ব্যাখ্যায় সুস্পষ্ট উক্ত আছে যে—রাগানুগা ভক্তিতে কেবল সেবাকেই (পরিচর্য্যাকেই) ব্রজ লোকানুসারে (সাধক দেহে শ্রীরূপ প্রভৃতির সেবারূপ আচরণের আনুগত্যে ও সিদ্ধ দেহে শ্রীরূপ মঞ্জরী প্রভৃতির আনুগত্যে) সেবা (সাক্ষাৎ ও মানস সেবোপ-যোগী পদার্থ দ্বারা পরিচর্য্যা) করিতেই হইবে। ঐ শ্লোকের তিনটী টীকায় কেবল ব্রজলোকানুসারে সেবা করিতেই হইবে ইহা সুস্পষ্ট ব্যক্ত আছে। শ্রবণোৎকীর্ত্তনাদি শ্লোক পৃথক্ নির্দ্দেশ আছে। ব্রজ লোকা-নুসারে পুজা করিতেই হইবে ইহা রূপ গোস্বামীর মত, এইরূপ কাল্পনিক মত সৃষ্টি করিয়া ব্রজসুন্দর দাসজী সাধক জগতকে শ্রীরাধিকার শ্রীচরণ পুজা হইতে বঞ্চনা করিতে প্রচেষ্টা করিয়াছেন। "শ্রবণোৎকীর্ত্তাদীনি…… বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ এইরূপ নির্দ্দেশ আছে, ব্রজলোকানুসারতঃ বিজ্ঞেয়ানি এইরূপ মূলে কিম্বা তিন টীকায় উক্ত হয় নাই। মনীষিভিরিতি মনীষয়া বিমৃষ্যৈব……পণ্ডিত বা বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে সম্যক বিচার করিয়াই স্বীয় ভাবের অপ্রতিকূলে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করিতেই হইবে বিচার করিয়া করিতে হইবে ইহা বলা হইল, ব্রজলোকানুগত্যে করিতে হইবে ইহা বলা হয় নাই। পুজাঙ্গ ভক্তি সম্বন্ধে রাগবর্ত্ম চন্দ্রিকাকার বলেন—অহংগ্রহোপাসনা

মুদ্রা, ন্যাস, দ্বারকাধ্যান ও রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষী পুজা আগমশাস্ত্রবিহিত হইলেও রাগানুগীয় পুজায় অনুপযুক্ত বলিয়া ত্যাগ করিতে হইবে। এস্থলে আগমশাস্ত্রোক্ত রাধিকার পুজা বিধি ত্যাগ করিতে হইবে ইহা বলা হয় নাই। যদি কেহ বলেন—রাগানুগা ভক্তিতে কেবল সেবা (মানসী এবং কায়িকী পরিচর্য্যা) ব্রজলোকানুগত্যে হয় কিন্তু পুজাদি ভজনাঙ্গ শাস্ত্রোক্ত বিধিকে অপেক্ষা করে, তাহা হইলে পুজাদি ভজনাঙ্গ না করা উচিত। ব্রজলোকানুগত্যে শ্রীরাধা গোবিন্দের সেবা যখন আমাদের সাধ্য, তখন শাস্ত্রানুগত্যে পূজাদি ভজনাঙ্গের কোন প্রয়োজন নাই বলিয়া মনে হয়। উত্তর—শাস্ত্রবিধ্যনুবর্ত্তী পুজাদি ভজনাঙ্গ রাগানুগা ভক্তিতে অনুষ্ঠিত না হইলে ব্রজলোকানুগত্যাদি সিদ্ধ হয় না। "তানি বিনা ব্রজলোকানুগত্যাদি কং কিমপি ন সিদ্ধ্যতি। অর্থ—শাস্ত্রবিধ্যনুসারিণী ন্যাসমুদ্রাদিরহিত (শ্রীরাধা গোবিন্দের) পূজা ও শ্রবণ কীর্ত্তনাদি যাহা যাহা বৈধী ভক্তির অঙ্গরূপে প্রোক্ত হইয়াছে, সেই সকল ভাবযোগ্যরূপে রাগানুগা ভক্তিতে অনুষ্ঠেয়, তাহা হইলে ব্রজলোকানুগত্যাদি পুষ্ট হইয়া সিদ্ধি লাভ করে অন্যথা অসম্ভব। শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি পঞ্চরাত্রবিধিংবিনা ইত্যাদি" শাস্ত্রবিধিনৈব শাস্ত্রপ্রতিপাদিতযুক্ত্যৈবচ তৎপ্রদর্শনাৎ। বস্তুতস্তু লোভপরর্ত্তিতং বিধিমার্গেণ সেবনমেব রাগমার্গ উচ্যতে ইত্যাদি প্রমাণ রাগবর্ত্ম' চন্দ্রিকায় থাকায় শাস্ত্রবিধি প্রদর্শিত পূজাদিদ্বারা ব্রজলোকানুসারিণী সেবা (মানসী ও কায়িক্যাদি পরিচর্য্যা) সিদ্ধ হইয়া থাকে। "ব্রজলোকানুসারতঃ পূজাপি কার্য্যা" এইরূপ শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু লিখেন নাই। ব্রজসুন্দর দাসজী কিন্তু প্রচার করেন—ব্রজলোকানুসারে পূজা কর্ত্তব্য ইহা শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন। এই প্রকার শ্রীরূপ গোস্বামীর নাম করিয়া অপসিদ্ধান্ত সাধক জগতকে গ্রহণ করাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। ব্রজলোকানুসারে শ্রীরাধা গোবিন্দের সেবা (মানসী এবং কায়িক্যাদি পরিচর্য্যা) করিতে হয়, ইহাই জীবের চরম প্রাপ্য। এই-

রূপ প্রচার জগতে ছিল না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেরণায় শ্রীরূপ "সেবা সাধকরূপেণ" ও ইতি কৃষ্ণং নিষেব্যাগ্রে" ইত্যাদি করিকাদ্বারা শ্রীরাধা গোবিন্দের সেবা (পরিচর্য্যা) ব্রজলোকানুগত্যে অবশ্য করণীয় ইহাই স্থাপন করিয়াছেন। "সেবা সাধকরূপেণ" এই করিকায় ব্রজলোকানুগত্যে (সিদ্ধদেহে শ্রীরাধা ললিতাদির আনুগত্যে) শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে হইবে ইহা স্পষ্ট উল্লেখ আছে, কিন্তু শ্রীরাধিকাদি কৃষ্ণকান্তাগণের সেবা পরিচর্য্যা করিতে হইবে ইহা উল্লেখ নাই। "ইতি কৃষ্ণং নিষেব্যাগ্রে" এই কারিকায় শ্রীরাধিকা প্রভৃতির অবশ্য সেবা (পরিচর্য্যা) করিতে হইবে, ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীরাধিকাদি ব্রজলোকগণ শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রে দিক্ষিত নহেন, যে কারণে তাঁহারা উপচারদ্বারা মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে পূজ্য বুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণের চরণ পূজা করিবেন। পূজাদি ভজনাঙ্গ ব্রজলোকানুসারে হয় না। এই কারণে শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণাদি পঞ্চরাত্র বিধিংবিনা ইত্যাদি প্রমাণ শ্রীরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন। রাগবর্ত্ম চন্দ্রিকায়ও তাহা দেখান হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধি মন্ত্র দীক্ষা পূজা ও একাদশী প্রভৃতি ব্রজলোকে নাই সুতরাং এই সকল করণীয়কে ব্রজলোগানুগত্য কর্ত্তব্য বলা যায় না. কিন্তু শাস্ত্র বিধ্যনুবর্ত্তী কর্ত্তব্য বলা যায়। ব্রজলোকানুসারিণী সেবা এবং শাস্ত্রবিধ্যনুবর্ত্তী পূজাদি ভক্ত্যঙ্গ হয় বলিয়া বৈধী সম্বলিত রাগানুগা ভক্তি কর্ত্তব্যরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। ব্রজলোকানুগত্যে শ্রীরূপাদি গোস্বামীগণ সাধক দেহে যে প্রকার শ্রীমূর্ত্তির পরিচর্য্যা করিয়াছেন তদনুসারে সেবা (পরিচর্য্যা) সাধকদেহে কৃত হইলে তাহাকেও ব্রজলোকানুসারিণী সেবা বলা যায়। পূজাদি ভজনাঙ্গ শাস্ত্রবিধ্যনুসারে গোস্বামিগণ করিয়াছেন বলিয়া সেই সকল অঙ্গ সাধক দেহে অনুষ্ঠিত হইলেও তাহাকে ব্রজলোকানুগত্য বলা যায় না। কিন্তু শাস্ত্রানুগত্য বলা যায়। শাস্ত্র বিধ্যনুবর্ত্তিনী যে ভক্তি নয় উহা বৈধী কিম্বা রাগানুগা নাম ধারণ করেনা, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের পূজা যখন ব্রজ-

লোকানুসারিণী নহে, তবে শ্রীরাধিকার পূজা ব্রজলোকানুসারিণী হইবে কোন্ প্রমাণে? শাস্ত্রান্তর প্রমাণদ্বারা শ্রীরূপ শ্রীরাধিকার পূজা ব্রজ-লোকানুসারিণী হইবে ইহা বলিয়াছেন কি? না তিনি স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়া ব্রজসুন্দর দাসজীকে দেখাইয়াছেন? স্বতঃসিদ্ধ অনন্তজ্ঞান সম্পন্ন মায়াতীত পুরুষ শ্রীসিদ্ধ বাবা ব্রজলোকানুসারিণী শ্রীরাধা পূজা বুঝিতে পারিলেন না কিন্তু মায়াগুণ সম্পর্কিত অতিক্ষুদ্রজ্ঞানপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাহা বুঝিয়াছেন ইহা কোন্ বিজ্ঞ বিশ্বাস করিবেন? ব্রজসুন্দর দাসজী বলেন—শ্রীরাধিকার স্বতন্ত্র পূজায় শ্রীরাধা গোবিন্দ সেবাপ্রাপ্তি ঘটে না। প্রশ্ন—ইহা কোন গোস্বামী কোন শাস্ত্রে লিখিয়াছেন? স্বতন্ত্র পূজাকারী শ্রীসিদ্ধবাবা প্রভৃতির শ্রীরাধা গোবিন্দ সেবা প্রাপ্তি কি হয় নাই? সিদ্ধ বাবা ১৫ দিন ব্যাপিয়া মানসী গঙ্গায় নিমগ্ন হইয়া যথাবস্থিত দেহে শ্রীরাধা গোবিন্দের নৌকাবিলাসাদি লীলা মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়াছিলেন রাগানুগা ভজন সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন বলিয়া যথাবস্থিত দেহে লীলা দর্শন করিলেন। তিনি শ্রীমতীর চরণে তুলসী অর্পণাদি তদীয় স্বতন্ত্র পূজা করিয়া কি বঞ্চিত হইয়াছেন? তদৃশ পূজাকারীদের সেবাপ্রাপ্তি কি ঘটে নাই?

নিতান্ত ভ্রান্ত ভিন্ন ইহা অন্য কেহ বিশ্বাস করিতে পারে না। শ্রীরাধিকার স্বতন্ত্র পূজা ও তচ্চরণে তুলস্যর্পণের পথ প্রদর্শক শ্রীজীব ও শ্রীকবিরাজ গোস্বামী শ্রীরাধা গোবিন্দ সেবা হইতে জগতকে চিরকালের জন্য বঞ্চনা করিয়াছেন বলিয়া সেই অপরাধে তাঁহাদেরও সেবা প্রাপ্তি ঘটে নাই। এইরূপ অর্থ প্রকাশ পায়। ইহা ব্রজসুন্দর দাসজীর মতে অনিবার্য্যই। শ্রুত্যাদি প্রমাণে শ্রীরাধিকা যে "সর্বপূজ্যা ও বৃন্দারাধ্যা" ইহাই শ্রীজীব ও শ্রীকবিরাজ গোস্বামী দেখাইয়াছেন ইহা কি গোস্বামী মত নহে? শ্রীরাধিকাকে সাধারণ ভক্তের ন্যায় পূজা করিতে হইবে ইহাকে গোস্বামী মত বলা যাইবে? না অগোস্বামী মত বলা যাইবে?

পূজ্যত্ব গুণকে লক্ষ্য করিয়া পূজা করা হয় কি না ? যদি বলেন পূজা করিতে হইলে পূজ্যত্ব গুণকে লক্ষ্য করিয়াই পূজা করিতে হয় ; তবে শ্রীরাধিকা যে কৃষ্ণবৎ সর্বপূজ্যা ইহা শ্রীজীব ও কবিরাজ গোস্বামী দেখাইয়াছেন যাহা দেখিয়া পরবর্ত্তি কালিন সিদ্ধ ও সাধকগণ অনুষ্ঠান করিয়াছেন। তাহা কি গোস্বামী মত নহে ? যদি কথঞ্চিৎ শাস্ত্রজ্ঞান থাকে তাহা হইলে নির্মৎসরহৃদয়ে অবশ্য প্রকাশ পাইবে যে—সর্ব্বপূজ্যার সর্বপূজ্যত্ব ধর্ম প্রতিপাদন করাই তদ্শ্রিত ব্যক্তিগণের পরম হার্দ্দ। শ্রীজীব প্রভৃতি তাহাই করিয়াছেন। যাহা দেখিয়াই সাধকগণ স্বয়ংই শ্রীমতীর সর্ববিলক্ষণ পূজায় প্রবৃত্ত হইবেন।

"কৃষ্ণ যাঁহার গুণগণের নাহি পান পার "সংখ্যাতী তা হরেরিব"

"কান্ত প্রেয়স্যনুপরমগুণা শ্রীরাধিকৈকা ন চান্যা" ইত্যাদি প্রমাণে শ্রীহরির ন্যায় অনন্ত ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য ব্যঞ্জক গুণ সমূহে পরিপূর্ণা শ্রীমতীর স্বতন্ত্র পূজা করিতে আদেশদানের অপেক্ষা থাকে না। শ্রীমাধব মহোৎ-সব গ্রন্থে শ্রীমতীকে স্বতন্ত্র পূজার বিষয়রূপে যে উল্লেখ করা হইয়াছে ইহা দেখিয়া কি সাধক জগত বুঝিতে পারিবেন না ? যেহেতু জীব গোস্বামী তাহাদিগকে আদেশ করিবেন। সাধারণ ভক্তের ন্যায় কিম্বা লক্ষ্মীগণের ন্যায় অথবা মহিষীগণের ন্যায় কিম্বা গোপীগণের ন্যায় শ্রীরাধিকার পূজা শ্রীজীব প্রকাশ করেন নাই। গোবিন্দ লীলামৃত গ্রন্থে উল্লেখ আছে শ্রীবৃন্দাটবী শ্রীরাধিকার চরণে তুলসী অর্পণ করেন ইহা দেখিয়া সাধক স্বয়ং বুঝিতে পারিবেন যে শ্রীরাধা চরণে তুলসী অর্পণ করা যায়। শাস্ত্র-কারগণ শ্রীরাধিকাকে স্বতন্ত্র পূজার বিষয়রূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন তাহা দেখিয়াই সাধক স্বয়ংই তাদৃশী পূজায় প্রবৃত্ত হইবেন। সিদ্ধ বাবা প্রভৃতি মহামনীষিবৃন্দ তাহাই করিয়াছেন। আমি তাঁহাদের কথাই উল্লেখ করিতেছি, শাস্ত্রে আছে মহাজন আচরণ করিয়াছেন। ব্রজসুন্দর দাসজী বলেন—বৃন্দাবন দাস গোস্বামী আদেশ মানে না আমরা গোস্বামী

আদেশ পালন করি। তাহা হইলে গোস্বামি আদেশ পূর্ব্বোক্ত মহাজনগণ (শ্রীরাধিকার স্বতন্ত্র পূজা প্রদর্শক শ্রীজীব প্রভৃতি তৎপূজা যাজক শ্রীনারায়ণ ভট্ট ও ধ্যানচন্দ্র গোস্বামী প্রভৃতি ও তৎপূজা যাজক ও প্রচারক শ্রীসিদ্ধবাবা ও ভাগবত পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ পণ্ডিত বাবা প্রভৃতি) কেহই মানেন নাই কেবল আমরা মানি এইরূপ তাৎপর্য্যকে চাপা দিয়া কেবল বৃন্দাবন দাসের নাম করা হয় কেন? বৃন্দাবন দাস তাঁহাদের প্রদর্শিত মার্গই প্রকাশ করিতেছে। যাঁহাদের ধর্ম্ম শাস্ত্রীয় আদেশ প্রতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করা এবং সর্বজীবে সম্মান দেওয়া তাঁহারা শ্রীরূপের আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারেন কি?

এক পণ্ডিত লিখিয়াছেন—শ্রীরাধিকা যখন শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদিদ্বারা অধিক সুখ লাভ করেন, তখন যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদিদ্বারা শ্রীরাধিকার পূজা করেন, তাঁহারাই শ্রীরাধিকার অধিক কৃপাপাত্র। আপনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা শিষ্টাচার সম্মত।

এই অংশ সম্বন্ধে প্রশ্ন এই—ইহা কোন গোস্বামী কোন শাস্ত্রে স্পষ্টাক্ষরে বা স্পষ্ট ভাষায় লিখিয়াছেন তাহা উল্লেখ করা হইল না কেন? পণ্ডিতগণ শাস্ত্র প্রমাণ ভিন্ন কথা বলেন না। শ্রুতি, স্মৃতি পুরাণ ও পঞ্চরাত্রাদির প্রমাণ দেখাইয়া পক্ষ সমর্থন কর্ত্তব্য। ইহা আমার মত বা ইহা আনুমানিক ইত্যাদির সাধনমার্গে আদর নাই, যে হেতু "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ"। রাগমার্গ প্রদীপে ধৃত বিবিধ শাস্ত্র প্রমাণে দেখা যায়—শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধিকার প্রসাদদ্রব্যে অধিক সুখ লাভ করেন বলিয়াই শ্রীরাধিকার চর্ব্বিত তাম্বুলাদি কোন কোন সময়ে বল পূর্বক গ্রহণ করেন কোন কোন সময়ে শ্রীরাধিকা স্বয়ংই নিজের চর্ব্বিত তাম্বুল শ্রীকৃষ্ণের মুখে অর্পণ করেন যে হেতু শ্রীকৃষ্ণের অধিক সুখ হয়। শ্রীরূপও চাটু পুষ্পাঞ্জলিতে (২১) প্রার্থনা করিয়াছেন—হে দেবি! আমি কবে তোমার মুখে তাম্বুল অর্পণ করিব। যে অর্পিত তাম্বুল শ্রীব্রজরাজ নন্দন বল পূর্বক তোমার

মুখ হইতে গ্রহণ করিয়া চর্ব্বণ করিবেন। তাৎপর্য্য—তাঁহার এতাদৃশ সুখ জনক কার্য্য দেখিয়া তোমার অধিক সুখ হইবে, এইরূপ সৌভাগ্য আমি কবে লাভ করিব। ইত্যাদি প্রমাণানুসারেও শ্রীকৃষ্ণের অধিক সুখের জন্য শ্রীরাধিকার প্রসাদি দ্রব্যে শ্রীকৃষ্ণের পূজা হউক। শ্রীমন্মহাপ্রভুও শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদি দ্রব্যে অধিক আনন্দ পান। অতএব শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদিতুলস্যাদিদ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূজা করা হউক। স্বতন্ত্র পূজা করা হইবে কেন? যদি অধিক সুখকে লক্ষ্য করিয়া পূজা বিধান করিতে হয়, তাহা কেবল শ্রীরাধিকা সম্বন্ধে হইবে কেন? এই বিচার কি পণ্ডিতের সুসঙ্গত? শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভু সম্বন্ধেও হউক। নিরপেক্ষ পণ্ডিতগণের বিচার এক দেশী নহে উহা সর্ব্বদেশী। শাস্ত্রপ্রতিপাদিত সিদ্ধগণের আচরিত পূজাকে উচ্ছেদ করিয়া স্বমত স্থাপন করিলে তৎপথানুবর্ত্তী জীবগণের মঙ্গল সাধিত হইতে পারে না।

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিং।

শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণাদি পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা ইত্যাদি প্রমাণ রাগবর্ত্ম চন্দ্রিকায় ধৃত আছে। ভাবুকতা কেবল রাগমার্গে প্রয়োজ্য উহা বৈধী সম্বলিত রাগানুগায় নহে। সিদ্ধ বাবা প্রভৃতি শ্রীরাধিকার চরণে তুলসী অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা কি শ্রীরাধিকার অধিক কৃপাপাত্র নহেন? শ্রীরাধিকার কে অধিক কৃপা পাত্র ইহা তাঁহারা কি জানিতেন না? যাঁহারা রাগভক্তিতত্ত্বানুভবে ও সর্ব্বশাস্ত্রে পরম প্রবীণ সেই সিদ্ধ বাবা প্রভৃতি শ্রীরাধিকার কৃপা কিসে অধিক ভাবে উদয় হয় তাহার সিদ্ধান্ত কি জানিতেন না? বর্ত্তমান কালের সাধক তাহা জানিয়াছেন ইহা মাদৃশ জীব বিশ্বাস করিতে পারে না। ঐ পণ্ডিতজী বিনা প্রমাণে বলেন ব্রজসুন্দর দাসজী যাহা লিখিয়াছেন তাহা শিষ্টাচার সম্মত।

প্রশ্ন—সিদ্ধ বাবা যাহা লিখিয়াছেন তাহা কি অশিষ্টাচার সম্মত? বা শিষ্টাচার বিরুদ্ধ? সিদ্ধ বাবা প্রভৃতি শিষ্টাচার বিরুদ্ধ লিখিয়া মাদৃশ জীবকে বিভ্রান্ত করিয়াছেন কি? পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্র প্রমাণ কি শিষ্টাচার অসম্মত? বৃন্দারাধ্যা তুলস্যধিষ্ঠাত্রী দেবী, "শুক্লপুষ্পৈঃ সদাপূজ্যা তুলসী পত্র সংযুক্তা।" "[redacted]" ইত্যাদি স্বয়ংসিদ্ধ শ্রুত্যাদি প্রমাণে প্রমাণিত পূজামার্গই যথার্থ শিষ্টাচারসম্মত। সমস্ত শাস্ত্র ও পূজাপদ্ধতি দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে—তত্ত্ব দৃষ্টিতেই পূজা হয়, ভাব ও লীলা দৃষ্টিতে পূজা হয় না। মুনি ঋষিরা তত্ত্ব দৃষ্টিতেই ভগবৎ পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন। শ্রীভাগবতে আমরা দেখিতে পাই যে—শ্রীযুধিষ্ঠিরের অতিনিকৃষ্ট কিঙ্করত্ব অঙ্গীকার করিয়া রাজসূয় যজ্ঞে শ্রীগোবিন্দ সমাগত ব্রাহ্মণদের পদধৌত কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ঐ কার্য্যেই তিনি পরানন্দ প্রাপ্ত হইতেছিলেন কিন্তু শ্রীসহদেবের প্রস্তাবে মুনি ঋষি প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অনুমোদনে শ্রীযুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের নিষেধ না মানিয়া তাঁহাকেই সর্ব্বাগ্রে পূজা করিলেন। আরও বলি—

চৈতন্যের দাস মুঞি চৈতন্যের দাস।
চৈতন্যের দাস মুঞি তাঁর দাসের দাস॥
ভক্ত অভিমান মূল শ্রীবলরামে।
সেইভাবে অনুগত তাঁর দাসগণে॥
অন্যের কা কথা বল দেব মহাশয়।
যাঁর ভাব শুদ্ধ সখ্য বাৎসল্যাদিময়॥
ভক্ত ভাব অঙ্গী করি হৈলা অবতীর্ণ ইত্যাদি।

ভগবান ভক্ত ভক্তিমান্ ইত্যাদি। ভক্তরূপং স্বরূপকম্ ইত্যাদি প্রমাণে অবতারী ও অবতার বৃন্দর পরস্পর দাসাভিমান অব্যাহত ভাবে থাকিলেও এবং ঐ অভিমান বশতঃ পরানন্দ প্রাপ্ত হইলেও মহাজনগণ কেবল তত্ত্ব দৃষ্টিতেই তাঁহাদের শ্রীচরণে তুলসী অর্পণাদি পূজা করিয়া

থাকেন। সেই প্রকার শ্রীরাধারাণী সম্বন্ধেও করেন। আরাধ্যতত্ত্বের শ্রীচরণ পূজাকেই পূজা বলে মস্তক পূজাকে পূজা বলে না। আরাধ্য-তত্ত্বকে ভেদ করিয়া পূজা বিধান কোন শাস্ত্রে নাই।

গৌর তেজো বিনা যস্তু শ্যামতেজঃ সমর্চ্চয়েৎ।
জপেদ্বা ধ্যায়তে বাপি স পাতকী ভবেৎ শিবে॥

(সম্মোহন তন্ত্র)।

অর্থ—শ্রীশিব বলিতেছেন—হে শিবে যে ব্যক্তি গৌরতেজ (শ্রীরাধা) বিনা শ্যামতেজ (শ্রীকৃষ্ণের) অর্চ্চনা করে কিম্বা জপ অথবা ধ্যান করে সে পাতকী হয়।

শ্রীসিদ্ধ বাবা পদ্ধতিতে ধৃতরাধোপনিষৎ—এতামজ্ঞায় যঃ কৃষ্ণ মারাধয়িতুমিচ্ছতি, স মূঢ়তমশ্চেত। অর্থ শ্রীরাধিকার তত্ত্ব যেরূপ নিরূপিত হইল অর্থাৎ কৃষ্ণেনারাধ্যতে ইতি রাধা··· ইত্যাদি প্রকারে নিরূপিত সর্ব্বারাধ্যতত্ত্বা শ্রীরাধিকা যে কৃষ্ণবৎ আরাধ্যা ইহা না জানিয়া যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিতে ইচ্ছা করে, সে ব্যক্তি মূঢ়তম।

সেয়ং রাধা যশ্চ কৃষ্ণো রসাব্ধিঃ দেহশ্চৈকং ক্রীড়ার্থং দ্বিধাভূৎ (ঐ) অর্থ—সেই রাধা ও রসসমুদ্র শ্রীকৃষ্ণ উভয়ের এক দেহই ক্রীড়ার জন্য দুই ভাগ হইয়া প্রকটিত হইয়াছে। অতএব সর্বথা ঐক্যরূপেই শ্রুতি নিরূপণ করিতেছেন। এক অখণ্ডতত্ত্বের প্রথমার্দ্ধভাগের পূজা অপ্রসাদি দ্রব্যে ও দ্বিতীয়ার্দ্ধভাগের পূজা প্রসাদিদ্রব্যে হইবে ইহা কোন্ দেশের ন্যায়। এক স্নান পাত্রে যুগলকে বসাইয়া স্নান করাইতে হয়; এবং স্নানান্তে এক আসনে বসান হয় ও একাসনে যুগলিতভাবে উভয়কে শয়ন দিতে হয় তাহাতে দোষ হয় না, শ্রীরাধিকার চরণ পূজা করিলে দোষ হয় ইহা বর্ত্তমান কালেই শুনা যায়। স্নান পাত্রে তুলসী পত্রোপরি শ্রীকৃষ্ণকে বসান হয়, তুলসীপত্র সংস্পৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণ চরণামৃতই এক পাত্রস্থিত শ্রীমতীর চরণে সংলগ্ন হয় তাহাতে দোষ হয় না শ্রীচরণে তুলসী অর্পণ করিলে নাকি

দোষ হয়। শ্রীবৃন্দার আরাধ্য উভয়েই কেবল কৃষ্ণ নহেন। এক আসনে বিরাজিত একের চরণে আরাধিকা শ্রীবৃন্দাকে সমর্পণ করিয়া অন্যের চরণে যদি সমর্পণ করা না হয় শ্রীবৃন্দাজী তাদৃশ সাধকের প্রতি কুপিত হইয়া তাদৃশ পূজককে শ্রীগোবিন্দ পদ প্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত করিবেন ইহাতে কোন সংশয় নাই। শ্রীবৃন্দার নিকট উভয়ে একতত্ত্ব ও সমভাবে আরাধনার বিষয়। লীলা পুষ্টির জন্য শ্রীরাধিকার পরিজনরূপেও নিজকে প্রকাশ করেন। শ্রীরাধিকার চরণ পূজা হইতে শ্রীবৃন্দাকে বঞ্চনা করিলে সাধক স্বয়ংই বঞ্চিত হইয়া যাইবেন। বঞ্চিত হইবেন না বলিয়া যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হইয়াছিল ঐ বিজ্ঞাপনের কর্ত্তাই ঐ বিজ্ঞাপনেয় উপদেশ্য অন্য কেহ নহে। কেবল রাধিকা নহেন, তুলসী, গোপী, মহিষী ও লক্ষ্মী ভগবৎ প্রেয়সী মাত্রেরই অপ্রসাদি দ্রব্যে পূজা হয়। শ্রীরাধিকা পূজায় বিশেষ এই যে—তাঁহার শ্রীচরণে তুলসী অর্পিত হয়। কারণ—শ্রীরাধিকা গোপী প্রভৃতি সকলেরই অংশিনী ও তাঁহাদের পূজ্যা, সর্ব্বথা শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন বিগ্রহা, বৃন্দারাধ্যা এবং তুলসীর অধিষ্ঠাত্রীইত্যাদি প্রকারে শ্রুতি তাঁহার তত্ত্বনির্ণয় করিয়াছেন। তত্ত্বাবগতির হেতু একমাত্র কৃপাসাপেক্ষ

ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়ত যাহারে।
সেই সে ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে॥

শ্রীরাধিকার কৃপালেশ অপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ শ্রীরাধিকার তত্ত্বাবগত হইতে পারেন না। শ্রীরূপগোস্বামী শ্রীরাধিকাদি সম্বন্ধে পূজা বিধান করেন নাই অথচ তাঁহার নাম পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা হয় কেন? শ্রীরাধিকার কৃপালেশ অপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ শ্রীরাধিকার তত্ত্বাবগত হইতে পারেন না এই কারণে সর্বারাধ্যারূপে তাঁহার পূজা করিতে ইচ্ছা করেন না। শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীমতীর পূজা বিধান করেন নাই। ভক্তামৃত প্রকরণে শ্রীহরির সেবা করিয়া মার্কণ্ডের প্রভৃতি বৈষ্ণবগণের সেবা করিবে ইহা লিখিয়াছেন; যদি পূজাবিধানেই লক্ষ্য থাকিত তাহা হইলে শ্রীহরির পূজান্তে

তদীয় প্রসাদে মার্কণ্ডেয় প্রভৃতির অবশ্য পূজা করিতে হইবে ইহা লিখিতেন। ইতি "কৃষ্ণং নিষেব্য" শ্লোকে টীকাকার বলেন— শাস্ত্রসারার্থ বিজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণোপাসকদিগকে ব্রজরামাগণের উপাপনা অবশ্য করিতে হইবে। আরাধনা ও উপাসনা শব্দে সর্বপ্রকার ভজনাঙ্গ বুঝায় কেবল পূজা নহে। শ্রীরূপ "ইতি কৃষ্ণং" শ্লোকে কেবল সেবাঙ্গবিধান করিয়াছেন। তদুপ লক্ষণে শ্রীব্রজদেবীদের শ্রীচরণ পূজাদিও কর্ত্তব্য ইহা অস্বীকার্য্য নহে কিন্তু শাস্ত্রান্তরে তাঁহাদের পূজাদি যে প্রকার বিহিত আছে সেই প্রকার কর্ত্তব্য। "ইতি কৃষ্ণং নিষেব্য" শ্লোকে পরিচর্য্যা উল্লেখ আছে পূজা নহে। ব্রজসুন্দর দাসজী বলেন—ঐশ্বর্য্যমার্গে শ্রীরাধিকার চরণে তুলসী দেওয়া যায় মাধুর্য্যমার্গে বা গোপীর অনুগত ভজনে তাহা দেওয়া যায় না। প্রশ্ন— মাধুর্য্যমার্গে শ্রীকৃষ্ণ চরণে দেওয়ার যখন বিধান করা হইয়াছে শ্রীমতী কি অপরাধ করিলেন? যে কারণে তাঁহার চরণে তুলসী দেওয়া যাইবে না। শ্রীতুলসী বা কি অপরাধ করিলেন? মাধুর্য্যমার্গে শ্রীকৃষ্ণ চরণ স্পর্শ করিবেন কিন্তু শ্রীমতীর চরণ স্পর্শ করিতে পারিবেন না। গোপ্যনুগত ভজনে কোথায় এই প্রকার বিধান শ্রীরূপ করিয়াছেন? গোপ্যনুগত ভজন কাহাকে বলে? গোপ্যনুগত ভজনে শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর হন এই কারণে তুলসী পান, শ্রীরাধা কিন্তু মানুষী হন এই কারণে তুলসী পান না এইরূপ তাৎপর্য্য বেশ বুঝা যাইতেছে। এক অখণ্ড তত্ত্বের অর্দ্ধভাগ ঈশ্বর ও অর্দ্ধভাগ মানুষী হয়েন কোন্ গোস্বামি মতে? যদি বলেন গোপ্যনুগত ভজনে আমরা শ্রীরাধিকার প্রতি মানুষী বুদ্ধি করি না কিন্তু ভক্ত শিরোমণি বুদ্ধি করি। তাহা হইলে কৃষ্ণের প্রতি তাদৃশ ভজনে ঈশ্বর বুদ্ধি করিতে হইবে কোন প্রমাণে? ভক্তশিরোমণি শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর চরণে তুলসী দেওয়া হইবে কেন? শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত ইঁহারাও কি ভক্তশিরোমনি নহেন? ইঁহাদের চরণে তুলসী দেওয়া হয় কোন্ প্রমাণে? শ্রীরাধিকা ভক্ত শিরোমণি, শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু ভক্ত

শিরোমণি ও ভক্তভক্তশিরোমণি। প্রমাণ—লীলায় তিনি শ্রীনারায়ণের প্রসাদ পান ভক্তশিরোমণি শ্রীযশোদাও শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণ প্রসাদ দেন। শ্রীরূপের মতে শ্রীকৃষ্ণও মহাভক্তি সহকারে শ্রীরাধিকার চর্ব্বিত তাম্বুল পান। শ্রীশুকদেব গোস্বামী প্রভুও বলেন—ভগবান্ ভক্ত-ভক্তিমান্। ভক্তভক্তিমান্ তুলসী পাবেন কোন্ প্রমাণে? ভক্ত শিরোমণির জাতি আছে, অতএব শ্রীরাধিকা গোপী (গোপ কুলে উৎপন্না) তদ্‌ভক্ত শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণেরও জাতি আছে—গোপ জাতি কৃষ্ণ গোপী প্রেয়সী তাহার।

গোপী অনুগত বিনে ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে।
ভজিলেও নাই পাই ব্রজেন্দ্র নন্দনে॥

এই প্রমাণে গোপ্যানুগত ভজনে ঐশ্বর্য্য জ্ঞান নাই বলিয়া ব্রজেন্দ্র নন্দন প্রাপ্তি ঘটে। ঐশ্বর্য্যজ্ঞান ভিন্ন কৃষ্ণে তুলসী দেওয়া যায় না। কিন্তু গোপ্যনুগত ভজনে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান থাকে না ঐশ্বর্য্যজ্ঞান হইলেই ব্রজ-প্রাপ্তি ঘটে না। এইরূপ বিরোধে গোপ্যানুগত ভজনকারী (ব্রজসুন্দর দাসজীর মতে কেবল শ্রীকৃষ্ণ চরণে তুলসী দানকারী) ব্যক্তির কি গতি হইবে? তিনিই শ্রীরাধা চরণে তুলসী না দেওয়ার কারণরূপে গোপী অনুগত ইত্যাদি পয়ার উল্লেখ করেন। ঐশ্বর্য্যজ্ঞান ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণে তুলসী দেওয়া যায় ইহা নিতান্ত অজ্ঞ ভিন্ন অন্য কেহ বলিবেন না। ব্রজসুন্দর দাসজীর মতে দিলেও বিপদ্ না দিলেও বিপদ্ হায়! হায়! কোথায় যাইবেন? বিজ্ঞাপনের নামই যথার্থ হইয়াছে—হায়! হায়! কোথায় যাইব? ব্রজসুন্দর দাসজী বলেন বৃন্দাবন দাস আমার নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিল। ইহা শুনিয়া কেহ কেহ বলিবেন বৃন্দাবন দাস অধ্যাপকের সহিত বিরোধিতা করিতেছে। আমার অধ্যাপক মহাশয় পরমশ্রদ্ধেয় শ্রীল শ্রীযুক্ত রবিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পঞ্চতীর্থ ভাগবতভূষণ। ইহা প্রায় সকলেই জানেন। শ্রীব্রজসুন্দর দাসজীর নিকট আমি কোন বৈষ্ণবগ্রন্থ

অধ্যয়ন করি নাই কিম্বা তাঁহার নামে কোন পরীক্ষা দেই নাই। এক সময়ে আমার অধ্যাপক স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলেন শ্রীব্রজসুন্দর দাসজী ইতুমাসের জন্য ভক্তি বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন আমি ঐ সময়ে ব্যবহারিক গ্রন্থ কারকচক্র ও সারমঞ্জরী শুকপাঠের ন্যায় পড়িয়াছিলাম। যদ্যপি তাহাতে জ্ঞান লাভ করি নাই তথাপি তাঁহাকে অধ্যাপকের ন্যায় পরা ভক্তি করিতাম। তিনি যখন শ্রীরাধা চরণে তুলসীদান কারীদের প্রতি দোষারোপণ মুখে "বঞ্চিত হইবেন না" বলিয়া বিজ্ঞাপন বিনা কারণে ছাপাইলেন তাহাতে বজ্রের ন্যায় মাদৃশ ব্যক্তির মাথায় পড়ে। আমরা তাঁহার কোন অপরাধ করি নাই বা তাঁহার মতে দোষারোপণ করি নাই। অথচ তিনি রাধাচরণে তুলসী দান কারীরা যেন বিপথে চলিতেছে, তাঁহাদিগকে অহৈতুকী কৃপাগুণে উপদেশ বা সাবধান করাইয়াছিলেন যে—বঞ্চিত হইবেন না। সাধারণ মানুষও তাহাই বুঝিবে যে পূর্ব্বে শ্রীরাধা চরণে তুলসী দান কারীরা বঞ্চিত হইয়াছে, সম্প্রতি যাঁহারা দিতেছেন তাঁহারাও বঞ্চিত হইতেছে পরেও অনেকে হইবে। তিনি কেবল ঐ বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত হন না পরে পরে ঐ প্রকার ভাষা ব্যবহার করিতে লাগিলেন যথার্থ রাগমার্গে ২১ পৃষ্ঠায় লিখিলেন শ্রীরাধার অস্বতন্ত্র পূজাকারীদের মতই সৎসম্প্রদায়ের মত। তাহা হইলে স্বতন্ত্র পূজাকারীদের মত অসৎসম্প্রদায়মতে পর্য্যবসিত হইল। এইরূপ পুনঃ পুনঃ আঘাত আমরা পাইলাম। উপাসনার পথ ইহা অন্য বিষয় নহে। এই মতের যাজক সিদ্ধ মহাপুরুষদের উপরে অজ্ঞচক্ষুতে দোষ দেখা যাইতেছে। সুতরাং বিনা কারণে উপাসনা পথে বিরোধকারী তাদৃশ ব্যবহারিক অধ্যাপকের সম্বন্ধ বিসর্জ্জন দিলাম। বলি মহারাজ ব্যবহারিক গুরুকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। শ্রীমতীর শাস্ত্রীয় পূজামার্গ যাহা গোস্বামীগণের অনুমোদিত ও প্রদর্শিত। সিদ্ধ বাবা প্রভৃতিরও আচরিত ও প্রচারিত তাহা বর্ত্তমান কতিপয় ব্যক্তির নিকট দোষ দুষ্ট

হইবে নিষ্কলঙ্কমত ভবিষ্যতের জন্য কলঙ্কিত হইব এইরূপ ভাবনা করিয়াই প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইলাম। "বৃন্দারাধ্যা ও তুলস্যধিষ্ঠাত্রী" ইত্যাদি প্রমাণকে তুলিয়া দিতে বা অন্যমার্গরূপে রূপক করিতে কে আছে? এই সমালোচনা ছাপার শেষ দিবসে (বাং ১০।৪।৬৯) বৈষ্ণব জগতে খ্যাত নামা শ্রীগোবিন্দ কুণ্ড নিবাসী পরমারাধ্যতম মৎপরমগুরু ভাগবত পরমহংস শ্রীল শ্রীযুক্ত শ্রীশ্রীমনোহর দাস সিদ্ধ বাবা মহারাজের প্রকট কালীন এক উপদেশ অন্য তদীয় এক শিষ্যের নিকট পত্রদ্বারা প্রাপ্ত হইয়া উদ্ধৃত করিতেছি—

খুলনা নিবাসী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র করের সহিত শ্রীনবদ্বীপে আমার দেখা হইয়াছিল তিনি স্বীয় গুরুদেবের উপদেশ কীর্ত্তন প্রসঙ্গে শ্রীরাধারাণীর চরণে তুলসী দেওয়া কথা বলিতেছিলেন। তিনি দেশে গিয়া তদীয় বন্ধুর নিকট পত্রদ্বারা উপদেশ স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন। কারণ আমি ঐ উপদেশ স্পষ্টাক্ষরে শুনিতে তদীয় বন্ধুর নিকট অনুরোধ করিয়াছিলাম। তদীয় পত্রোক্তি যথা—এইমাত্র আপনার পত্র পেলাম, আমার দীক্ষার সাল মনে নাই, তখনই তাঁহার শ্রীশ্রীচরণে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—শ্রীশ্রীরাধারাণীর শ্রীচরণে তুলসী দেওয়া যায় কি না, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন দেওয়া যায়, এবং রাধারাণীর শ্রীচরণে দেওয়াই শ্রীতুলসীর পরম প্রীতিবিধান কারা। কাজেই আমি শ্রীশ্রীরাধারাণীর চরণে তুলসী দেই. ....

ইতি—
ভজনহীন হতভাগ্য সতীশ।

যাহা হউক নির্ম্মৎসর ব্যক্তিগণ এই সমালোচনা পড়িয়া বাস্তব তথ্য বুঝিতে পারিবেন। শ্রীরাধারাণীর শাস্ত্র বিহিত পূজামার্গে বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ার উপক্রমে মাদৃশ অযোগ্য ব্যক্তি একমাত্র শ্রীমতীর কৃপা লেশে প্রতিবাদ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইতি—

বৃন্দাবন দাস
ব্যাকরণ ভক্তিতীর্থ ভাগবতশাস্ত্রী।
শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড।